Subject: Sociology

Semester IV Generic Elective/DSC 04
Methods of Sociological Enquiry

Unit: 3 Modes of Inquiry

Sreyasree Dey

নিরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতি বলতে কি বোঝ ?

অথবা

নিরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লেখ ?

সামাজিক গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসাবে নিরীক্ষামূলক গবেষণা (Survey Research) বিবেচিত হয়। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল সমাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, কোনো বিষয় সত্য না অসত্য তা নির্দ্ধারণ করা, কোনো তত্ত্বকে যাচাই করা, কোনো বিষয়ের ব্যাপকতা পরিমাপ করা ইত্যাদি। আমাদের চার পাশে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এই তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মাধ্যমে। সংগৃহীত তথ্যাদির মাধ্যমে সমসাময়িক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হয় এবং তার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য কেবলমাত্র সামাজিক ঘটনা সমূহকে তুলে ধরা নয়, বরং সামাজিক মূল্যমান (Social norms) এর নিরিখে এর যথার্থতা বিচার করা। অর্থাৎ কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য পাওয়ার জন্য এবং তার ওপর ভিত্তি করে কোনো কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ হয়। সামাজিক গবেষকরা মনে করেন নিরীক্ষামূলক গবেষণা তথ্য সংগ্রহের পুরনো পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম।

নিরীক্ষামূলক গবেষণার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনে এই ধরণের গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছিল সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনসমূহ (Social Reform Movements) এবং সমাজসেবামূলক পেশা (Social service profession) আলোচনায় মধ্য দিয়ে যেগুলির মাধ্যমে নগরজীবনের দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছিল এবং যা ছিল শিল্পায়নের অনিবার্য ফলশ্রুতি। গ্রেট ব্রিটেনে দারিদ্র্যের ওপর যে নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল তা Henry Mayhew-র চারখণ্ডে লেখা 'London Labour and the London Poor (1851-64)', Charles Booth এর ১৭টি 'খণ্ডে প্রকাশিত 'Labour and life of the people of London (1889-1902)', B. Seebhom Rowntree এর লেখা 'Poverty'— A Study of Town Life (1906)' প্রভৃতির মাধ্যমে ফুটে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই ধরণের গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছিল। ১৮৯০ এর দশক থেকে ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত এই ধরণের গবেষণা পদ্ধতির বহুল ব্যবহার হতো কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তদানীন্তন সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করার জন্য নিরীক্ষামূলক গবেষণ পদ্ধতির ব্যবহার হতো এর সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতামূলক অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে। সেই সময় নিরীক্ষামূলক গবেষণা সম্পাদিত হতো কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকার ওপর সংগৃহীত সংখ্যাবাচক বা পরিমাণবাচক (Quantitative) এবং গুণবাচক (Qualitative) তথ্যের অভিজ্ঞতামূলক (empirical) বিশ্লেষণের নিরিখে। কিন্তু ১৯৪০ এর দশকের মধ্যভাগ থেকে আধুনিক সংখ্যাবাচক বা পরিমাণবাচক নিরীক্ষামূলক গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে শুরু করে। এর পিছনে প্রধান কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Newman (1997:229) চারটি বিষয়কে তুলে ধরেছেন, সেগুলি হল— (১) নমুনাচয়ন প্রক্রিয়ার (sampling technique) পরিসংখ্যানের (statistics) বহুল ব্যবহার এবং যথাযথ পরিমাপ পদ্ধতির প্রয়োগ, (২)